



96028 - আযাবরে আয়াত পাঠকালে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া শরয়িতসদ্দিখ

প্রশ্ন

যে ব্যক্তি নামাযে কুরআন তলোওয়াতকালে আযাবরে আয়াতগুলোতে থামনে তার হুকুম কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

জমহুর আলমে (অধিকাংশ আলমে) এর মতে, নামাযীর জন্য আযাবরে আয়াত অতক্ৰিমকালে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া এবং রহমতরে আয়াত অতক্ৰিমকালে রহমত প্রার্থনা করা সুন্নত। যহেতে সহহি মুসলমি (৭৭২) হুয়াইফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এক রাত নামায আদায় করছি। তিনি সূরা বাক্বারা শুরু করলেন। আমি ভাবলাম: তিনি একশ আয়াত পড়ে রুকু করবেন। কিন্তু তিনি পড়তে থাকলেন। আমি ভাবলাম তিনি পূরণ সূরা দিয়ে এক রাকাত পড়বেন। কিন্তু তিনি পড়তে থাকলেন। আমি ভাবলাম তিনি এই সূরা পড়ে রুকুতে যাবেন। কিন্তু তিনি বাক্বারার পর নসি পড়া শুরু করলেন। নসি পড়া শেষে করে আলে ইমরান শুরু করলেন এবং আলে ইমরান শেষে করলেন। তিনি ধীরস্থিরভাবে পাঠ করে যাচ্ছিলেন। যখন কোন আয়াত অতক্ৰিম করতেনে যাত তাসবীহ এর কথা আছে তিনি তাসবীহ পাঠ করতেন। যখন কোন প্রার্থনার আয়াত অতক্ৰিম করতেনে তখন প্রার্থনা করতেন। যখন কোন আশ্রয় চাওয়ার আয়াত অতক্ৰিম করতেনে তখন আশ্রয় চাইতেন।

তিরমযি ও নাসাঈ-র ভাষ্যে এসছে: যখন কোন আযাবরে আয়াত অতক্ৰিম করতেনে তখন থামতেনে এবং আশ্রয় প্রার্থনা করতেনে।

আবু দাউদ (৮৭৩) ও নাসাঈ () আওফ বনি মালকি আল-আশজাঈ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, এক রাত আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে নামাযে দাড়াই। তিনি সূরা বাক্বারা পাঠ করেন। যখন রহমতরে আয়াত অতক্ৰিম করতেনে তখন তিনি থামতেনে এবং রহমত কামনা করতেনে। যখন কোন আযাবরে আয়াত অতক্ৰিম করতেনে তখন তিনি থামতেনে এবং আযাব হতে আশ্রয় প্রার্থনা করতেনে। এরপর তিনি কিয়ামরে সমপরিমাণ সময় রুকুতে অতবাহতি করেন। রুকুতে তিনি: **سُبْحَانَ زِي الْجَبْرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظْمَةِ** পাঠ করেন। অতঃপর তিনি কিয়ামরে সমপরিমাণ সময় সজিদায় অতবাহতি করেন। সজিদাতও উপরোক্ত দোয়া পাঠ করেন। এরপর দাঁড়ান এবং সূরা আলে ইমরান পাঠ করেন। এরপর এক একটা সূরা পাঠ করেন।



এই হাদিসি প্রমাণ করে যে, প্রত্যেকে আযাবরে আয়াত ও আশ্রয় প্রার্থনার আয়াতে থামা শরয়িতসদিহ।

নববী (রহঃ) ‘আল-মাজুম’ গ্রন্থে (৩/৫৬২) বলেন: ইমাম শাফয়েি ও আমাদরে মাযহাবরে আলমেগণ বলেন: নামাযে কথ্বা নামাযরে বাইরে তলোওয়াতকারীর জন্য প্রত্যেকে রহমতরে আয়াত পাঠকালে আল্লাহর কাছে রহমত প্রার্থনা করা, আযাবরে আয়াত পাঠকালে আল্লাহর কাছে আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা, তাসবীহরে আয়াত পাঠকালে তাসবীহ পাঠ করা কথ্বা উপমার আয়াত পাঠকালে অনুধাবন করা সুন্নত। আমাদরে মাযহাবরে আলমেগণ বলেন: এটি ইমাম, মুক্তাদি ও একাকী নামায আদায়কারী সকলরে জন্য মুস্তাহাব। নামাযরে মধ্যে কথ্বা নামাযরে বাইরে প্রত্যেকে তলোওয়াতকারীর জন্য মুস্তাহাব; ফরয নামায হোক কথ্বা নফল নামায হোক। আমীন বলার ন্যায় এ ক্ষতেরে ইমাম, মুক্তাদি ও একাকী নামায আদায়কারী সবাই সমান। এই মাসয়ালার পক্ষে দললি হচ্ছে হুযাইফা (রাঃ) এর হাদিসি...। এটি আমাদরে মাযহাবরে বসিতারতি অভিমিত। ইমাম আবু হানফিা (রহঃ) বলেন: নামাযরে মধ্যে রহমতরে আয়াত পাঠকালে রহমত প্রার্থনা করা কথ্বা আশ্রয় প্রার্থনা করা মাকরুহ। আমাদরে মাযহাবরে অনুরূপ অভিমিত ব্যক্ত করছনে সলফে সালহীন অধিকাংশ আলমে এবং তাদরে পরবর্তী আলমেগণ।[সমাপ্ত]

কাশশাফুল ক্বনিা গ্রন্থে (১/৩৮৪) বলছনে: “ফরয নামায ও নফল নামাযে রহমতরে আয়াত কথ্বা আযাবরে আয়াত পাঠকালে তনি দোয়া করতে পারনে ও আশ্রয় প্রার্থনা করতে পারনে।”[সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) কে জিজ্ঞেসে করা হয়ছেলি: জাহরী নামাযে ইমাম তলোওয়াতকালে মুক্তাদি যখন এমন কোন আয়াত শুননে যে আয়াত আশ্রয় প্রার্থনাকে আবশ্যক করে কথ্বা তাসবীহ পাঠকে আবশ্যক করে কথ্বা আমীন বলাকে আবশ্যক করে তখন যে ব্যক্ত আমীন বলে, কথ্বা জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চায় কথ্বা সুবহানাল্লাহ বলে তার হুকুম কি?

জবাবে তনি বলেন: যে আয়াতগুলো তাসবীহ পাঠকে আবশ্যক করে, কথ্বা আশ্রয় প্রার্থনাকে আবশ্যক করে, কথ্বা দোয়া করাকে আবশ্যক করে তলোওয়াতকারী যদি কয়ামুল লাইল (রাতরে নফল নামায)-এ এমন আয়াতগুলো অতিক্রম করনে তখন তার জন্য আয়াতরে সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আমলটি করা সুন্নত। যদি কোন শাস্তরি আয়াত অতিক্রম করে তখন আশ্রয় চাইবে। যদি কোন রহমতরে আয়াত অতিক্রম করে তখন রহমত চয়েে দোয়া করবে। আর যদি ইমামরে তলোওয়াত শুনতে তাহলে চুপ থাকা ও তলোওয়াত শূনা ব্যতীত অন্য কছিতে ব্যস্ত না হওয়াই উত্তম। হ্যাঁ; যদি ধরে নয়ে হয় যে, ইমাম আয়াতরে শেষে থামবনে এবং সটে যদি রহমতরে আয়াত হয় আর মুক্তাদি দোয়া করনে কথ্বা যদি শাস্তরি আয়াত হয় আর মুক্তাদি আশ্রয় প্রার্থনা করনে কথ্বা যদি আল্লাহর মর্যাদাজ্ঞাপক আয়াত হয় আর মুক্তাদি তাসবীহ পড়নে এতে কোন অসুবিধা নই। পক্ষান্তরে ইমাম যদি তার পড়া অব্যাহত রাখনে আর মুক্তাদি এ আমলগুলো করনে তাহলে আমার আশংকা হয় যে, এটি মুক্তাদিকে ইমামরে তলোওয়াত শূনা থেকে বরিত রাখবে। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাঁর সাহাবীদেরকে জাহরী নামাযে তাঁর পছনে পড়তে শুনছনে তখন তনি বলছনে: “তোমরা উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতহি) ছাড়া অন্য কছির ক্ষতেরে এটি করবে না। কারণ যে ব্যক্তি সটে পড়বে না তার নামায নই”।[ফাতাওয়া নুরুন আলাদ দারব থেকে সমাপ্ত]



আলমেদরে মধ্যে কটে কটে এ আমলকে নফল নামাযের সাথে খাস করছেন। কনেনা নফল নামাযে এই আমল করা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। তবে কটে যদি ফরয নামাযে করেন তাহলে সটে জায়যে হব; যদিও সুন্নত না হয়।

কটে কটে বলছেন: ফরয নামায ও নফল নামায উভয়টিকে করবে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।